খাতওয়ারী জানুয়ারি ২০১৮ সালের সাফল্য- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী

১। **সর্বমোট অর্জন**। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী জানুয়ারি ২০১৮ মাসের সর্বমোট **১৫৮ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার** সাফল্য অর্জন করে।

২। **চোরাচালান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও বনজ সম্পদ রক্ষা অভিযানে আটককৃত উল্লেখযোগ্য সাফল্য।** জানুয়ারি ২০১৮ মাসে চোরাচালান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও বনজ সম্পদ রক্ষা অভিযানে সর্বমোট **৬৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার** অবৈধ পণ্য আটক করা হয়। আটককৃত বিভিন্ন দ্রব্যের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	আটককৃত মালামাল	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
চোরাচালান পণ্য			
১।	লুবঅয়েল/অকটেন	৩,৬০০ লিটার	১,৫২,০০০/০০
২।	কাঁকড়া	৯,৬৬০ কেজি	৪৯,৫৩,০০০/০০
৩।	হাঙ্গর	৪০০ কেজি	১০,০০,০০০/০০
৪।	অন্যান্য (পোয়া মাছ, চার)	-	৭,৯৪,৪০০/০০
অস্ত্র উদ্ধার			
১।	অস্ত্র	০৬ টি	-
২।	তাজা গোলা	২৭ রাউন্ডস	-
৩।	ব্ল্যাংক কার্টিজ	০১ রাউন্ডস	-
৪।	ক্রিচ	০২ টি	-
৫।	ম্যাগাজিন	০২ টি	-
মাদকদ্রব্য			
১।	ইয়াবা	১২,৫০,৫৩০ পিস	৬২,৫২,৬৫,০০০/০০
২।	বিভিন্ন ধরনের বিয়ার	৪৪২ বোতল/ক্যান	২,৩১,০০০/০০
৩।	গাঁজা	৫০০ গ্রাম	১৫,০০০/০০
বনজ সম্পদ			
১।	বিভিন্ন প্রকার কাঠ	১৭২ ঘনফুট	২,১৯,৬০০/০০
পরিবেশ রক্ষা			
১।	পলিথিন	৩,১০০ কেজি	৪,৬৫,০০০/০০
২।	হরিণের মাথা	০২ টি	-
৩।	হরিণের চামড়া	০২ টি	-
আটককৃত বাহন			
১।	বোট/ ট্রাক	১৬ টি	৪৭,৩৫,০০০/০০
আটককৃত জনবল			
১।	বনদস্যু/ডাকাত/অন্যান্য অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তি	০৯ জন	-
উদ্ধার অভিযান			
১।	অপহৃত বিপন্ন জেলে উদ্ধার	১১ জন	-
২।	অপহৃত বোট উদ্ধার	০৬ টি	-
		সর্বমোট	**৬৩,৭৮,৩০,০০০/০০**

৩। **মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযান**। মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে জানুয়ারি ২০১৮ মাসে সর্বমোট **৯৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার** ১,৭৮,৯২,৫০০ মিটার কারেন্ট জাল, ৯১,৩৯,৪০০ মিটার অন্যান্য জাল, ৬৬০ পিস বেহুন্দি/ মশারি জাল, ১৭,৭৩৯ কেজি জাটকা, ৩০,৩৫,০০০ পিস রেনু পোনা, ৩১ টি বোট ও ২১ জন জেলেকে আটক করা হয়।

৪। **রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রোধ**। সম্প্রতি মায়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সৃষ্ট অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর স্টেশান টেকনাফ, সেন্টমার্টিন্স ও আউটপোস্ট বাহারছড়া ও শাহপুরীতে অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি উক্ত স্থানসমূহে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি অবলম্বনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিশেষ টহল চলমান রয়েছে। এছাড়াও, কোস্ট গার্ড বাহিনী বহরে সদ্য সংযোজিত লিডার ক্লাস অফশোর পেট্রোল ভেসেল (ওপিভি) সমূহ এ কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। কোস্ট গার্ড বাহিনী দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় টহল জোরদার করেছে এবং উক্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধির উপর কঠোর নজরদারি বজায় রেখে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৮ মাসে মোট ১০ জন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আটক করে যথাযথ কর্তৃপেক্ষর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

৫। **বনদস্যু দমন অভিযান**। গত ০৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড বাহিনীর পশ্চিম জোন সুন্দরবনের গুমসার খাল এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে জঙ্গলের ভিতরে অগ্রসর হয়ে কোন ডাকাত দলের সদস্যকে না পেয়ে পরিত্যক্ত দুটি বোট তলণ্ডাশি চালিয়ে ০৫ টি দেশীয় অস্ত্র ও ২২ রাউন্ডস তাজাগোলা উদ্ধার করে। পরবর্তীতে আটককৃত বোট, অস্ত্র ও তাজাগোলা কয়রা থানায় হস্তান্তর করা হয় (কয়রা থানার মামলা নং ০২ তারিখ ০৫ জানুয়ারি ২০১৮)। অভিযান অব্যাহত রেখে গত ০৪ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে সুন্দরবনের গুমসার খালের তৎসংলগ্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে তলণ্ডাশি চালিয়ে অপহৃত ১১ জেলেকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত জেলেদেরকে গাবুরা ইউনিয়ন মেম্বার এর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

৬। **বিশেষ অভিযান**। গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড বাহিনীর পূর্ব জোন বিশেষ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে টেকনাফ থানাধীন মিঠাপানিরছড়া এলাকায় একটি ডাকাত দলকে থামার জন্য সংকেত দিলেও ডাকাত দল না থেমে দ্রুত গতিতে পালায়ি যায়। পরবর্তীতে উক্ত স্থান হতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ০১ টি এলজি দেশীয় পিস্তল, ০৫ রাউন্ডস তাজাগোলা, ০১ রাউন্ডস বণ্যাংক কার্টিজ, ০২ টি ম্যাগাজিন এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি ০২ টি ক্রিচ উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত মালামাল টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়।

৭। **অবৈধভাবে সমুদ্রসীমা অতিক্রমকারী বিদেশী নাগরিক/ মৎসজীবীদের পরিসংখ্যান**। জানুয়ারি ২০১৮ মাসে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক অবৈধভাবে সমুদ্রসীমা অতিক্রমকারী বিদেশী নাগরিক/ মৎসজীবী আটক করা হয় নাই।